যায়যায়দিন

তারিখ 29 APR 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

রাবিতে ছাত্রদলকর্মীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি ছাত্রলীগের

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুক্রবার বিকালে সানিন নামের এক শিক্ষার্থীকে অপহরণ করে দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। পরে বিষয়টি চাউর হয়ে গেলে তাকে মারধর করে ছেড়ে দেয়া হয়। অপহরণের শিকার সানিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং রাবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গত শুক্রবার বিকাল চারটার দিকে রাবি শাখা ছাত্রলীগের কর্মী বিলাল হোসেন বিল (নৃবিজ্ঞান, ৪র্থ বর্ষ), ডেভিড (ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং মাস্টার্স), আয়াতুল্লাহ বেহেশতি (ইতিহাস ৪র্থ বর্ষ) ও ফয়সাল আহমেদ রুনু (কম্পিউটার সায়েন্স ২য় বর্ষ) বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিনোদপুর এলাকার ধরমপুরে যায়। এসময় ধরমপুরের ভিউ পয়েন্ট নামে এক ছাত্রাবাসে অবস্থান করছিল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং রাবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সানিন। বেহেশতি সানিনকে ডেকে এনে ভিউ পয়েন্ট ছাত্রাবাসের সামনে এক দোকানে প্রবেশ করে। সেখানে অবস্থান নেয়া বিলাল হোসেন বিল, ডেভিড ও ফয়সাল আহমেদ রুনুর সঙ্গে সানিনের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সানিনকে মারধর করে তারা।

ওই দোকানের মালিক সাজ্জাদ হোসেন তাদের দোকানের বাইরে যেতে বললে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে দোকানও ভাংচুর করে। পরে সানিনকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে ছাত্রলীগের ওই ক্যাডাররা।

অপহরণের পর রাত ৯টা পর্যন্ত সানিনকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে সানিনের সহপাঠী ও দলীয় নেতাকর্মীরা প্রশাসন ও সাংবাদিকদের বিষয়টি জানান। পরে গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে বিনোদপুর ও ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকায় রাতেই ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়। রাত ৯টা পর্যন্ত সানিনের মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া যায়। সানিনকে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা অপহরণ করেছে বলে বিষয়টি ক্যাম্পাসে চাউর হয়ে গেলে রাত

অপহরণ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

অপহরণ : রাবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

১০টার দিকে তাকে বিনোদপুরের বিসমিল্লাহ টাওয়ারের সামনে ফেলে রেখে চলে যায় অপহরণকারী ছাত্রলীগ ক্যাডাররা।

এ ব্যাপারে অপহরণের শিকার সানিন জানান, বিকাল ৪টার দিকে দুটি বাইকে চড়ে এসে ছাত্রলীগের ৪ ক্যাডার তাকে ধরমপুর থেকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর ১০ লাখ টাকা দাবি করে। তারা তাকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলে বন্দি করে রেখেছিল বলে তিনি জানান। এসময় তারা তার মোবাইল ফোনটি বন্ধ করে তাকে বেদম মারধর করে বলেও অভিযোগ করেছেন সানিন। সানিন আরো জানান, রাত দশটার দিকে সানিন মুক্ত হওয়ার পর অপহরণের বিষয়ে পুলিশকে বিস্তারিত জানালে তাকে গুম করে দেয়া হবে বলেও হুমকি দিয়েছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা।

এ ব্যাপারে রাজশাহী মডিহার থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিছুর রহমান বলেন, বিকালে ছাত্রদলকর্মী সানিন অপহরণ হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেলে গোয়েন্দা তল্লাশি চালানো হয়। পরে রাতেই তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়। তবে কে বা কারা তাকে অপহরণ করেছিল তা জানা যায়নি। থানায় লিখিত অভিযোগ আসলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

রাবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত রেজা আশিক যায়যায়দিনকে বলেন, ছাত্রলীগের নেতারা তাদের কর্মীদের ছিনতাই, অপহরণসহ বিভিন্ন নৈরাজ্যমূলক কাজে জড়িয়ে ফেলছে। হীনস্বার্থে তারা নিজেদের কর্মীদেরও মাঝে মাঝে অপহরণ করে মুক্তিপণ চায়। তবে তাদের অপহরণ ছিনতাই ও মারধরের বেশিরভাগ শিকার হচ্ছে বিরোধী মতের রাজনৈতিক কর্মীরা। ছাত্রদলসহ সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সময় অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করে আসছে চিহ্নিত ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠন কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়ায় ওইসব ক্যাডাররা দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তিনি ছাত্রদলকর্মী অপহরণের সঙ্গে জড়িত ছাত্রলীগ ক্যাডারদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

এদিকে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আহমেদ আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের জানান, ছাত্রদলের এক কর্মী অপহরণ হয়েছেন বলে শুনেছেন। অপহরণের ওই ঘটনার সঙ্গে ছাত্রলীগের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, গত এক সপ্তাহে নিজ সংগঠনের কর্মীসহ ছাত্রদলের এই কর্মীকে অপহরণের অভিযোগ উঠল ছাত্রলীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে।